মেলারমাঠ ☐ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ☐ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নং ঃ F.7(1)SWC/PC/Rape/Sl.384/2010 তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

সকলের প্রচেষ্টা হোক বিকৃতমনা হয়ে যাওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করা : মহিলা কমিশন

বিগত ১৬-১১-১০ পত্রিকার সংবাদ পরিবেশন 'সাব্রুমে নাবালিকা ধর্ষণ কান্ড' - আবারও সুস্থ সমাজের নৈতিকতায় বিরাট ধাক্কা। সত্য তদন্তে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ৩ সদস্য ছুটে যান ঘটনাস্থল সাব্রুম ঠাকুরপল্লীতে ১৭-১১-১০-এ, মিলিত হন নির্যাতিতা ১১ বছরের নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে।

ঠাকুরপল্লী দিনমজুর স্বামী-স্ত্রীর ১১ বছরের মেয়ে ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রী রূপশ্রী (কল্পিত নাম) অত্যন্ত সহজ, সরল, ভীতু প্রকৃতির। অনেকবার প্রশ্ন করার পর কমিশনকে লিখিত বয়ানে সে জানায় গত ১১-১১-১০-এ প্রতিদিনের মত স্কুল ছুটির পর সে বাড়ী ফিরছিল। বিমল সিনহা স্কুলের কাছে আসা মাত্র নাম না জানা এক বুড়ো তাকে জোর করে টেনে রাস্তার সঙ্গেই একটি বাড়ীর ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বিছানায় ফেলে চেপে ধরলে সে যন্ত্রণা ও ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সন্ধ্যাপিসি ঘটনাস্থলে এসে পড়লে সে ছুটে পিসীর কাছে চলে আসে ও ঘটনাটির কথা জানায়। পিসী বুড়োকে ডেকে ধমক দিলে বুড়ো দোষ স্বীকার করে পিসীর পা ধরে ক্ষমা চায়। পিসী রূপশ্রীকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ৫৬ বৎসরের সাব্রুমের লেবার অফিসের পার্টটাইম কর্মী রূপশ্রীর প্রতিবেশী পিসী শ্রীমতী সন্ধ্যা চক্রবর্তী বলেন কাজে যাবার সময় মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে তিনি এসে ঘটনাটি জানতে পারেন। সমস্ত বুকে অত্যাচারের নিশানা অসংখ্য নখের আঁচড়ের দাগ তিনি দেখতে পান। বুড়ো দোষ স্বীকার করে পা ধরে মাপ চায়। মেয়েটিকে বাড়ীতে পাঠিয়ে তিনি কাজে চলে যান। বুড়োর নাম ধাম কিছুই তিনি জানেন না।

রূপশ্রীর মা ও বাবা বাড়ীতে মেয়ের কাছে সব ঘটনা জানতে পারেন। বাড়ীতে প্রতিবেশী লোকজন জড়ো হলে বুড়োকে ঘটনাস্থলেই ধরা হয়। সে যে শিশুটির সঙ্গে খারাপ কাজ করার চেষ্টা করেছে তা স্বীকার করে নেয়। তাঁরা সকলেই জানান ঐ ভদ্রবেশী বুড়োকে কেউ চেনেন না। না চেনাই স্বাভাবিক কারণ তিনি ওখানকার বাসিন্দাই নন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় বিমল সিনহা স্কুলের পাশের বাসিন্দা স্বর্গীয় জীবন দে-র স্ত্রী গীতা দে-র তিনি বাবা, মনুবাজারের মাগুরছড়ার সন্তোষ দে ; মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। গ্রাম্য সরলতা ও কিছুটা নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে বয়স্ক বলে সকলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি রূপশ্রীর বাবা পুলিশের কাছে ঘটনাটি জানান নি পর্যন্ত। পরে ১৪-১১-১০ সকালে সাব্রুমের এসডিপিও নির্যাতিতার বাড়ীতে এসে তার বাবার কাছে ঘটনার কথা থানায় না জানানোর কারণ জানতে চান এবং ১৪-১১-১০-এ মেয়েটি ও তার বাবাকে থানায় নিয়ে গিয়ে এফ আই আর করান।

আরও জানা গেছে ঘটনার দিন ৬৫ বৎসর বয়স্ক সন্তোষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছিল তাঁরই স্ত্রী এবং ছেলে। তবে এসডিপিওর তৎপরতায় অভিযুক্ত বিকৃতমনা বৃদ্ধ ১৪-১১-১০-এ ধরা পড়েছে।

চূড়ান্ত শ্লীলতাহানির শিকার নিরীহ শিশু ও তার পরিবার অভিযুক্ত সন্তোষ দে-র কঠোর শাস্তি চায়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরাও স্বাভাবিক ভাবে তাই-ই চাইবেন।

এ ধরণের অমানবিক ঘটনায় শুধু মহিলা কমিশনই নয় নৈতিক বোধসম্পন্ন প্রতিটি সচেতন নাগরিক ও পুলিশ প্রশাসন ও ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। সমাজের এক শ্রেণীর অপরাধী মনোবিকারের শিকার। মানসিক স্খলনের পরিবর্তন না হলে এ ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা বেড়েই চলবে। শৈশব অবস্থা থেকেই প্রতিটি মা বাবাকে সচেতনভাবে ছেলে ও মেয়েকে নীতি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তা না হলে শুধু শাস্তি, জেল, জরিমানা অপরাধীকে সংশোধন করতে পারবে না।

23-11-10

মেম্বার সেক্রেটারী

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন